দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
JAN. 29 '0

'পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা উচ্ছেদ অভিযান

কোলকাতার আমেরিকান সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেখানকার "সংখ্যালঘু" মুসলিম সম্প্রদায়কে দায়ী করে ব্যাপক দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে এক জনসভায় এই হামলার জন্য সরাসরি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ও মুসলিম 'মৌলবাদীদের' দায়ী করেছেন। তিনি সেখানকার মাদ্রাসাগুলোকে আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে বলেছেন, এখানকার মাদ্রাসাগুলোতে আইএসআই ঘাঁটি গেড়ে বিভিন্ন স্থানে তৎপরতা চালাচ্ছে। মাদ্রাসাগুলোতে জাতীয়তাবিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে, যা কোনোদিনই বরদাস্ত করা হবে না। প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাবলীর অংশ হিসেবে যথেচ্ছ ধর-পাকড় শুরু করেছে। মুসলমান নামধারী মাত্রেই ধর-পাকড়ের শিকার হচ্ছে। তাদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। সম্প্রদায়গতভাবে তারা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ওদিকে একই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোর ওপর পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারী বাড়ানো হয়েছে। এমনকি এই নজরদারীতে সরকারদলীয় ক্যাডারদেরও নিয়োগ করা হয়েছে। খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্যাডাররা উত্তরবঙ্গ, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে ১শ' ৩০টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, নানা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানকারী বৈধ পাসপোর্টধারী বাংলাদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধেও রাজ্য সরকার উঠেপড়ে লেগেছে। বাংলাদেশী নাগরিকদের হোটেলে এবং পথে-ঘাটে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অন্তত ৭৫ জন বাংলাদেশী নাগরিককে সন্দেহবশত আটক করা হয়েছে। ধর্মীয় পরিচয়ে এরা মুসলমান। বৈধ পাসপোর্টধারী বিদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে যেখানে এ ধরনের কূটনৈতিক সদাচার পরিপন্থী হয়রানিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়, সেখানে এখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিরূপ ব্যবহার ও আচরণ করা হচ্ছে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের মসজিদ ও মাদ্রাসার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বীতরাগ নতুন নয়। মুসলমানমাত্রকেই 'মৌলবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা স্থায়ী প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। মসজিদ-মাদ্রাসার বিরুদ্ধে নানামুখী অপতৎপরতাও দীর্ঘদিন ধরে চলছে। মসজিদ বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা সেখানে মোটেই সহজসাধ্য কাজ নয়। জানা গেছে, এজন্য আগাম অনুমোদন নিতে হয়। অনুমোদন মেলে কম। যে ক্ষেত্রে মেলে সে ক্ষেত্রেও বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, যাতে অনুমোদিত মসজিদ বা মাদ্রাসা গড়ে উঠতে না পারে। মসজিদ-মাদ্রাসার ওপর গোয়েন্দা নজরদারীর ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদ-মাদ্রাসা তো বটেই, এমনকি মুসলমানেরা কোন কল্যাণমূলক সংঘ-সমিতি পর্যন্ত বিনা বাধায় গড়ে তুলতে পারে না। গড়ে তুললেও তাদের কার্যক্রমে বাধার প্রাচীর তোলা হয়। অবধারিতভাবে উদ্যোক্তাদের পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারীর আওতায় থাকতে হয়, নিয়মিত জিজ্ঞাসাবাদ ও হয়রানির শিকার হতে হয়। নিজ দেশে সেখানকার মুসলমানেরা কার্যতঃ পরবাসীর জীবন যাপন করছে। স্বীকৃত আইনগত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা সতত বঞ্চিত হচ্ছে। বলাবাহুল্য, আমেরিকান সেন্টারে হামলার জন্য মুসলমানদের দায়ী করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার মুসলিম বিদ্বেষকেই চরিতার্থ করছে। সরকারের এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও অপতৎপরতা বৃহত্তর সমাজ থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলার দুরভিসন্ধির নামান্তর। সরকার যখন কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বৈরী দৃষ্টিতে দেখে এবং সেই সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তখন বৃহত্তম সম্প্রদায়ও ঐ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চলে যায়। বৃহত্তম সম্প্রদায়ের রোষের মুখে পতিত হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এ ধরনের ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহানি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও হানাহানি দেখা দিতে পারে এবং যদি দেয় তবে মুসলমানেরা জানে-মালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা আরও অনিরাপদ ও বিপন্ন হয়ে পড়বে। এক প্রতিকারহীন বিপর্যয় তাদের গ্রাস করবে।

মাদ্রাসা ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাগুলো সেখানকার মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার চাহিদা পূরণ করছে। সেখানে মুসলমানদের জন্য সাধারণ শিক্ষার সুযোগ সীমিত করে রাখা হয়েছে। মাদ্রাসাগুলো তাই ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাও কিছুটা দিচ্ছে। মুসলমানরা যে সেখানে এখনও নিরক্ষর সম্প্রদায়ে পরিণত হয়নি, তার একটা বড় কারণ মাদ্রাসা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুসলমানদের এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার বিরুদ্ধে বহু আগেই কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। এই শিক্ষার সংকোচনে যত রকমের পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব, নিয়েছে। এখন একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে সেই শিক্ষার ওপর চূড়ান্ত আঘাত শুরু করেছে। ধর্মবিদ্বেষ থেকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি এই দুর্বৃত্তাচার করা হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা উঠে গেলে সেখানকার মুসলমানদের নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরিচয় নিয়ে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে যাবে। একটি সম্প্রদায় ধীরে ধীরে পরিচয়হীন, উন্মূল ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন যা করছে, তা একটি সম্প্রদায়কে নির্মূল করার প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অপতৎপরতার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং মুসলমানদের রাষ্ট্রীয়, মানবিক ও ধর্মীয় অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রত্যাশা করি।